শ্রেণিকক্ষে সম মেধা গ্রুপের কার্যকারিতা এবং আমার অভিজ্ঞতা

 বিচিত্র কুমার সিংহ

 চাকুরির জীবনের আট বছরে শ্রেণিকক্ষের কতইনা অভিজ্ঞতা স্মৃতির ভান্ডারে জমা হয়েছে । তমধ্যে কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ারের জন্য কলম ধরেছি ।

আমি ৬ষ্ঠ শ্রেণির ক্লাস টির্চার ,আমার শ্রেণিতে ১০৫ জন শিক্ষার্থী । আমি সমমেধার ক্লাস তৈরীর লক্ষ্যে শ্রেণিকে নিম্নোক্ত উপায়ে সাজিঁয়েছি । ২৪জন শিক্ষার্থী রোল অনুসারে প্রতিবেঞ্চে তিনজন করে শ্রেণিবিন্যাস প্রদর্শন করলাম ।

 ১,১৬,১৭ ৫,১২,২১

 ২,১৫,১৮ ৬,১১,২২

 ৩,১৪,১৯ ৭,১০,২৩

 ৪,১৩,২০ ৮,৯,২৪

এই ক্লাসে শিক্ষার্থীরা সমমেধায় বিন্যস্ত হওয়ায় পাঠদানে পাঠ বা তথ্য সহজে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় । শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ বা তথ্য প্রেরণ করে । এতপর শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যেও পাঠ বা তথ্য সঞ্চালন করার সুযোগ সৃষ্টি হয় । এই পদ্ধতিতে পাঠ বা তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষক হতে শিক্ষার্থীদের দিকে সঞ্চালিত হয় না ,ছাত্র হতে ছাত্রের দিকে পাঠ বা তথ্য সঞ্চালিত হয় । সবল,মাঝারি,দুর্বল সমভাবে বিন্যস্ত হওয়ায় দুর্বলরা মাঝারি,মাঝারিরা সবলের সাহায্য নিতে পারে । পুরোশ্রেণিতে প্রতিবেঞ্চে সমমেধার শিক্ষার্থী থাকায় পাঠ বা তথ্য দ্রুত সকল শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে যায় । এতে দুর্বল শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাপনা কম থাকে । শ্রেণি নিয়ন্ত্রণে মেধাবী শিক্ষার্থীরা সহযোগী ভূমিকা পালন করে । ধীরে ধীরে দুর্বল শিক্ষার্থীরা সবলের দিকে এগিয়ে যায় ।এইক্ষেত্রে আমি আর একটি কাজ করি, প্রথম বেঞ্চের শিক্ষার্থীরা ছাড়া অন্য সকল বেঞ্চের শিক্ষার্থীরা পরের দিন ক্রমাগতভাবে সামনের বেঞ্চে বসবে ,প্রথম বেঞ্চের শিক্ষার্থীরা বসবে শেষ বেঞ্চে । এইভাবে ক্রমাগত চলতে থাকবে । ফলে শিক্ষার্থীদের জন্য সকল বেঞ্চে বসার সুযোগ ঘটে ।

 তথ্য স্থানান্তর প্রক্রিয়া

 শিক্ষক

১ ১৬ ১৭ ৫ ১২ ২১

২ ১৫ ১৮ ৬ ১১ ২২